নির্বাচনী 'কোরামীনে' এ্যাসোসিয়েশন চোখ খুলেছে

কর্ণফুলী'র লোকাল মেইল

গত ২৮ মে ২০০৬ রোববার স্থানিয় মেট্রোভিল পাবলিক স্কুলের এ্যাসেম্বলী হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অষ্ট্রেলিয়ার আদি ও সনাতন সংগঠনটির নির্বাচন ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬টা বাজে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। নির্বাচন বিষয়ে 'কেয়ারটেকার' কমিটি (আহ্বায়ক কমিটি) বেশ ক'মাস ধরে বিভিন্ন গনমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। আগ্রহী সদস্য ও প্রার্থিরা তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে সদস্যপদ নবায়ন করেন এবং বিভিন্ন পদের জন্যে তাদের নমিনেশন জমা দেন। উক্ত দিনে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচন কমিশনের কাছে ১৫ সদস্য বিশিষ্ঠ শুধুমাত্র একটি প্যানেল জমা পড়েছিল। ঐ প্যানেলের বিপরীতে অন্যকোন প্রতিদ্বন্দী এগিয়ে আসেননি। যারফলে নির্বাচনের বদলে মুলত সেদিন দাখিলকৃত একমাত্র প্যানেলের কার্যকরী পর্ষদকে স্বাগতম জ্ঞাপনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশী এই এ্যাসোসিয়েশনের 'কেয়ারটেকার' ও বিতর্কিত উপায়ে তাঁদের কাছে প্রাক্তন কমিটির ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে সিডনীতে সংখ্যলঘিষ্ঠ বাংলাদেশী মহলে বেশ অনেকদিন ধরেই একধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও গুঞ্জন চলছিল। দ্বিধাবিভক্ত দু অংশের মধ্যে মুলত ঝঞ্জাট শুরু হয় পদ ও ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে। দু'জনেই নিজেদের 'শেকড়' এবং অন্যকে 'আগাছা' হিসেবে আক্ষায়িত করছে। বাংলাদেশী সুশীল সমাজের যাও দু-একজন অবশিষ্ঠ ছিল তাও দু'পক্ষের কষা 'গামছা-চিপা'য় ওষ্ঠাগত প্রানে ভুপাতিত হয়ে একে একে দুরে সরে গেছে বহু আগে। 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া' নামের এ সংগঠনটি বস্তুত সিডনীবাসীদের কাছে অনেকদিন ধরেই মৃত। বিলম্বে হলেও এটি'র 'কুলখানি' না করে শেষপর্যন্ত একটি পক্ষ নির্বাচনি 'কোরামীন' দিয়ে এটিকে পূণর্জীবিত করতে এগিয়ে এসেছেন। সকল সামাজিক কোন্দল ও আইনগত জটিলতাকে সুক্ষ কৌটিল্যতায় অতিক্রম করে অত্যন্ত আড়ম্বরভাবে ভারপ্রাপ্ত কমিটি সেদিন নির্বাচন ও স্বাগতম অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে তাদের উপর ন্যস্ত পবিত্র দায়ীত্ব নবীনদের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রাক্তন আহ্বায়ক আঃকাঃ গামা, প্রবীণ বাংলাদেশী সমাজকর্মী সৈয়দ সালাহ উদ্দিন জিন্নাহ ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বাংলাদেশী 'সজ্জন ব্যক্তিত্ব' অনুষ্ঠানের সময় কর্ণফুলী'র কাছে মন্তব্য করেছেন যে, 'বিরোধীপক্ষ, যারা নিজেদের এখনো জোর করে এ্যাসোসিয়েশনের ঝান্ডাধারী বলে দাবী করছেন অথবা একই বানানে একই রেজিষ্ট্রেশনে উক্ত সংগঠনের নাম ব্যবহার করছেন, তারা সেটা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে করছেন। যদি তাদের সৎ-সাহস থাকে তবে আমাদের এ নির্বাচন ও নবগঠিত পর্ষদ নিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে সিডনীবাসীদের মাঝে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করুক। যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাদের পর্ষদ নিয়ে অদুরভবিষ্যতে কোন আইনগত প্রতিকার বা মামলা করা না হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে তাদের দাবীর কোন আইনগত ভিত্তি নেই এবং 'কাপুরুষে'র ন্যায় শূন্যমাঠে গোল দিয়ে বাড়ী'র বৌকে বিরত্বগাঁথা কাহিনী শুনানোর মতোই নিরীহ সিডনীবাসী বাংলাদেশীদের ওরা এতদিন ধোকা দিতে চেষ্টা করেছিল।' (মন্তব্যটি হুবাহু ছাপার অক্ষরে গেঁথে দেয়া হলো)

উজ্জল আলোকচ্ছটায় পুরো এ্যাসেম্বলী হলে একধরনের স্বস্থি ও আনন্দের উচ্ছাস লেগেছিল। আশাতীত উপস্থিতিতি না থাকলেও হলে'র দু'তৃতিয়াংশ ভরে গিয়েছিল নির্বাচন উৎসাহী বাংলাদেশীতে। অনেকে স্বপরিবারে উপস্থিত হয়েছিলেন নবগঠিত এ পর্ষদকে স্বাগত জানাতে।

ধারাবাহিকভাবে উক্ত অনুষ্ঠানে আহ্বায়ক আঃকাঃ গামা, নির্বাচন কমিশনার ওয়ালিউর রহমান (টুনু), তার একনিষ্ঠ সহযোগী কায়সার আহমেদ ও সিডনী'র আদি-বাংলাদেশী ডঃ মোখলেছুর রহমান তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। নির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি ফারুক খান সকল বাংলাদেশী প্রবাসী ও আগত অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শুভেচ্ছা ও স্বাগতম অনুষ্ঠান শেষে সুস্বাদু বিরানী দিয়ে রাতের ভোজে অভ্যাগত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

১৫ সদস্য বিশিষ্ঠ কার্যকরি পর্ষদ এর ১৪ জন নির্বাচিত। ১টি নুতন পদ (পদের নামঃ সদ্য প্রাক্তন সভাপতি) সৃষ্ঠি করে সদ্য-প্রাক্তন সভাপতি জনাব আঃকাঃমোঃ শামসুজ্জামনকে কমিটিতে রাখা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নানা কারনে কার্যকরী কমিটির ৪ জন সদস্য সেরাতে অনুপস্থিত ছিল। চলতি পর্ষদ গঠন করা হয়েছে এক বছরের জন্যে, তবে আগামীতে এ মেয়াদকে টেনে দু'বছর করার একটা শক্ত প্রস্তাব সেদিনের অনুষ্ঠানে উত্থাপিত হয়েছিল।

বর্তমান পর্ষদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আরেকটি 'পদক' আসিতেছে

কর্ণফুলী'র লোকাল মেইল

'বাংলাদেশ যা আজ ভাবে ভারত তা একদিন পরে ভাবে'। কোনক্ষেত্রে এ প্রবাদটি সত্য না হলেও অন্তত 'পদক' প্রদান বিষয়ে তা এবার প্রমানিত হয়েছে। সিডনীতে পদক দিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ মহল যে নাম কুড়িয়েছেন তাতে সম্ভবত প্রতিবেশী দেশ ভারত যথেষ্ঠ প্রভাবিত হয়েছে। আর সে জন্যেই ভারতিয় বংশদ্ভুত প্রবাসীদের উদ্যোগে পরিচালিত সংগঠন 'ভারতিয় বিদ্যা ভবন' আরেকটি সংগঠন 'নভতরঙ্গ রেডিও ও নিউজপেপার' এর যৌথ উদ্যোগে এবার 'সাউথ-এশিয়ান কমিউনিটি এ্যাওয়ার্ড' নামে একটি পদক চালু করতে যাচ্ছেন। যে সকল ব্যক্তিত্ব কৃতিত্বের সাথে শিল্প ও সাংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ব্যাবসা ও সমাজসেবায় অবদান রাখবেন তাদেরকে এ পদকে ভুষিত করা হবে বলে জানা যায়। মেধা ও অবদান যাচাইয়ের আওতায় ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের প্রবাসীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় বংশদ্ভুত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ফিজিকেও এ পদকের আওতায় রাখা হয়েছে। উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানটি আগামী ২৬ জানুয়ারী ২০০৭ প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজক কমিটি ঘোষনা দিয়েছেন।

যা-যা-দি'তে পুনরায় জয়নাল আবেদীন

কর্ণফুলী'র লোকাল মেইল

চলতি হপ্তার সাপ্তাহিক যায় যায় দিন অর্থাৎ ৩০ মে ২০০৬ এর সংখ্যায় পুনরায় কর্ণফুলী'র লেখক জয়নাল আবেদীনে 'মানবতা ও সোনার থালা' লেখাটি ছাপা হয়েছে। যাযাদি'র মতো আমরাও আমাদের অগনিত পাঠকদেরকে জনাব আবেদিনের অনুসন্ধানি দৃষ্টি ও সমসাময়িক তুলনামূলক এরূপ একটি মূল্যবান প্রতিবেদন পরিবেশন করতে পেরে আনন্দিত। লেখক জয়নাল আবেদিনের লেখার প্রশংসা করে যারা ইতিমধ্যে কর্ণফুলী কার্যালয়ে ফোন ও ইমেইল করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতার্থ।